জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির অষ্টাবিংশ/২৮তম সভার কার্যবিবরণী

০৪/১২/৯৫ ইং তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এর সভাপতিত্বে বিএআরসি সম্মেলন কক্ষে কারিগরি কমিটির ২৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যদের স্বাগত জানান এবং সদস্যদের নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ করেন। এ ছাড়া তিনি সকলকে ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পূর্বেই অনুমান ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন না করতে অনুরোধ করেন। যদি কোন সিদ্ধান্ত বাস্তব প্রয়োগে সত্যই অসুবিধা হয় তখন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন পরিমার্জন করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি কমিটির সদস্য-সচিবকে আলোচ্য বিষয় উত্থাপন করতে বলেন ঃ

কারিগরি কমিটির উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ দেয়া হলো। সভায় আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটির ২৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ১২/৫/৯৫ইং তারিখের ৬৯৮ (১৫) সংখ্যক স্মারকে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৭তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়। কার্যবিবরণী বিতরনের পর এর উপর কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য/আপত্তি পাওয়া যায়নি। এছাড়া সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানেও অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য কোন আপত্তি আছে বলে উল্লেখ করেননি। কার্যবিবরনীটি যথাযথভাবে লিখা এবং বিতরণ করা হয়েছে বলে সকলেই মত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ৮/৫/৯৫ইং তারিখের ২৭তম কারিগরি কমিটির কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২ ঃ কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন ঃ

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ সদস্য সচিব পড়ে শুনান। চেয়ারম্যান মহোদয় অগ্রগতির উপর সদস্যদের মতামত আহ্বান করলে সদস্যগণ সুপারিশ অনুযায়ী বার্লি ও কেনাফ ফসলের মাঠ, মান ও বীজমান এবং আঁশ জাতীয় ফসলের চারটি এবং খেশারীর একটি জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাছাড়া অগ্রগতির যে সকল বিষয়ে সভায় আলোচনা হয় তার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত নিম্নে ২.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হলো।

২.১ কারিগরি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগ।

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত চাষীদের পরিবর্তে কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়োগের মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-কে কৃষক সংগঠন হতে উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তৎপর জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন) কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে জনাব ফজলুল হক সরকার, গ্রাম-ব্রাম্মনচক, জেলা-চাঁদপুর কে মনোনয়ন দিয়েছেন। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) জনাব ফজলুল হক সরকার, গ্রাম ঃ ব্রাম্মনচক, ডাকঘর ঃ নিশ্চিন্তপুর জেলা- চাঁদপুর, কে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সদস্য নিয়োগ করা হলো।

খ) পত্রের মাধ্যমে সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি তাঁর নিয়োগের বিষয়টি জানিয়ে দেবেন।

২.২ মাঠ মূল্যায়ন দল ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

কারিগরি কমিটি ২৭তম সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভায় মাঠ মূল্যায়ন দল নেতাগণের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী এর নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। তৎপর তিনি প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ একত্রীভূত করে কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবেন। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত অনেক সদস্য মূল্যায়নের অগ্রগতির বিষয়ে জ্ঞাত থাকার জন্য পদ্ধতিতে ব্যবস্থা রাখার কথা বলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবগতির জন্য মূল্যায়ন দল নেতাদের বিতরণ পত্রের অনুলিপি প্রদান করবেন।

খ) মাঠ মূল্যায়ন দল নেতাগণ যথাশিঘ্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে পাঠাবেন এবং তার অনুলিপি ফটোকপি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি কে পাঠাবেন।

গ) সদস্য-সচিব, কারিগরি কমিটি মূল্যায়নের মনিটরিং করবেন যাতে সময়মত মূল্যায়ন হয় ও প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

২.৩ ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট বিতরণ ঃ

ধানের আবাদের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় কোন কোন জাতের স্বল্প পরিমাণ আবাদ থাকলেও বংশানুক্রমে বীজ পরিবর্ধনের ব্যবস্থা নেই বলে উল্লেখ করেন। এ অবস্থায় শুধু জাতের দীর্ঘ তালিকার প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে মতামত আহবান করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ ক) ধানের ষ্ট্যাটাস রিপোর্ট তৈরী বিষয়ক কাজের জন্য কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান হলো।

খ) ফসলের ছাড়কৃত জাতের একটি তালিকা সংরক্ষণ করা হবে।

গ) ঘোষিত ফসলের ছাড়কৃত জাতের তালিকা হতে একটি রিকমেনড্‌ট লিষ্ট তৈরী করতে হবে।

২.৪ বীজ মান পুণঃ নির্দ্ধারণ।

কারিগরি কমিটির ২৫তম সভায় বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ফসলের বীজমানে শিথিলতার বিষয়টি পুনঃ বিবেচনা করে বীজ মান পুনঃ নির্ধারনের বিষয়ে সুপারিশের জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কে আহবায়ক এবং বিএডিসি, বীজ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সীডম্যান্স সোসাইটি এর প্রতিনিধি নিয়ে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কমিটিতে ধান গবেষণা, গম গবেষণা, ইক্ষু গবেষণা, টিসিআরসি ও পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠাসমূহ হতে প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এ কমিটি ইতোমধ্যে একটি সভা করেছে এবং ধান, পাট ও গম ফসল নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু কোন সুপারিশ এখনও তৈরী করতে পারেনি। আলোচনা শেষে নিম্নের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কমিটিকে আপততঃ ধান, পাট, গম, আলু ও আখ ফসল নিয়ে কাজ করতে অনুরোধ করা হলো।

খ) কমিটিকে সুপারিশ তৈরীর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২.৫ ব্রিডার বীজ প্রত্যয়ন।

বিগত ২৭তম সভায় ব্রিডার বীজ প্রত্যয়ন করতে হবে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং কে কিভাবে প্রত্যয়ন করবে সে বিষয়ে সুপারিশের জন্য ডঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং কে আহ্বায়ক এবং ডঃ লুৎফর রহমান, প্রফেসর, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ডঃ এ কিউ শেখ, পরিচালক, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সুপারিশ পাওয়া যায়নি বিধায় এ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) কমিটিকে দ্রুত সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২.৬ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের বীজ প্রত্যয়ন।

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় প্রচলিত বীজ বিধিতে নির্ধারিত ফি নিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদকের বীজ প্রত্যয়নের অনুমোদন দেয়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিগত জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উপস্থিত সদস্যগণ জাতীয় বীজ নীতির আলোকে বীজ প্রত্যয়ন উৎসাহিত করার জন্য দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে বেসরকারী খাতের বীজ প্রত্যয়ন সেবার আওতাভূক্ত করণের সপক্ষে পুনরায় মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে জাতীয় বীজ নীতি এবং বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বেসরকারী খাত পর্যন্ত প্রত্যয়ন সেবা সম্প্রসারিত করার অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডকে পুনঃ অনুরোধ করা হলো।

৩.১ বাউ ধান-২ (বাউ-১৬)

জাতটি বাংলাদশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ স্থানীয় নাইজারশাইল এবং ইরি ৫৭৮-১৭৫-২-২ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছেন। জাতটি আমন মৌসুমে দেশের সকল অঞ্চলে আবাদযোগ্য। গড় জীবন কাল ১৪০-১৫০ দিন। গড় ফলন ৪.০৮ টন/হেঃ। রাসায়নিক সার প্রয়োগ ছাড়াও ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ জাতের হেলে পড়ার প্রবণতা নেই। জাতটি আলোক সংবেদনশীল এবং চালে এ্যমাইলোজের পরিমাণ বেশী থাকায় ভাত রান্নায় সুবিধা হয় এবং ভাত ঝরঝরে হয়। ধানের রং সোনালী এবং আকর্ষণীয়। মূল্যায়ন দলনেতা জাতটির কিছু কিছু সুফল আছে বলে তার প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) জাতটি সারা দেশে আমন মৌসুমে আবাদের জন্য ছাড় করা যেতে পারে।

৩.২ এসআরটিআই আখ-২৮ (আই ৫২৫-৮৫)

জাতটি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সি,ও-১৫৮ এবং সি, ও-৫৩০ জাতের সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছেন। এ জাতের ফলন ঈশ্বরদী-১৬ জাত অপেক্ষা ২৯% বেশী এবং রোগাক্রমণের সম্ভাবনা ঈশ্বরদী-১৬ অপেক্ষা কম। জলাবদ্ধতা, খরা ও বন্যা সহিষ্ণুতার দিক থেকেও এ জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ অপেক্ষা উন্নত। কিন্তু জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ অপেক্ষা দেরীতে পরিপক্ক হয় (মিডিয়াম ম্যাচিউরিটি)। মাঠ মূল্যায়ন দলনেতা জাতটি চাষী পর্যায়ে আবাদের জন্য লাভজনক হবে বলে মতামত দিয়েছেন।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ব্রিডারকে হাল নাগাদ অনুমোদিত জলাবদ্ধতা, খরা ও বন্যা সহিষ্ণু জাতের চেয়ে কতটা ভাল সে বিষয়ে তথ্য জানতে চান এবং অতি পুরাতন ঈশ্বরদী-১৬ জাতের সংগে তুলনা করে ইতোমধ্যে অনেকগুলো জাত ছাড়করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। কাজেই সমসাময়িক কালের জাতের সংগে তুলনা করে উপাত্ত উত্থাপনের অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনায় প্রস্তাবিত

এসআরটিআই আখ-২৮ জাতটি শর্তসাপেক্ষে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো। এ ব্যাপারে এর পূর্বে জলাবদ্ধতা, খরা, বন্যা, সহিষ্ণুতা ও রোগবালাই প্রতিরোধকারী বিষয়ে ইতোপূর্বে ছাড়কৃত এবং উক্ত গুণাবলি সম্বলিত জাতের সংগে তুলনামূলক উপাত্ত সরবরাহ পাওয়া গেলেই আবেদন জাতীয় বীজ বোর্ডে পাঠনো যেতে পারে বলে অনেকে মত দেন। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য এসআরটিআই দাখিল করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) প্রস্তাবিত এস আর টি আই আখ-২৮ জাত ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

৩.৩ আলুর জাত ছাড়করণ (প্রকৃত আলু বীজ)।

কারিগরি কমিটির ২৭তম সভায় কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র এইচ পি এম-১১/৬৭ এবং এইচ পি এম-৭/৬৭ ভারতীয় জাত দুটির ছাড়করণের একটি আবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। আবেদন সম্পূর্ণভাবে প্রদানের অনুরোধ করা হয় এবং সম্পূর্ণ আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক মাস পর একটি বিশেষ সভা করার সিদ্ধান্ত হয়। তৎপর বিএআরআই কর্তৃক গত ৯/৭/৯৫ইং তারিখে পুনরায় অসম্পূর্ণ আবেদন পেশ করলে প্রতিটি জাতের জন্য একটি আবেদন এবং মূল্যায়ন বিষয়ে মতামতসহ পুনরায় আবেদন দাখিল করতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী হতে গত ইং ০৬/০৮/৯৫ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু বিএআরআই (টিসিআরসি) সংশোধিত আবেদন জমা দেননি। সভায় উক্ত জাতের আবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কে পূর্ণাংগ আবেদন জমা দেয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

খ) টিসিআরসি কে উক্ত জাতের মাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হলো।

গ) বিভিন্ন ফসলের হাইব্রিড জাত ছাড়করণের পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো।

১.	ডঃ নাসির উদ্দিন, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি	-	আহবায়ক
২.	জনাব জি এম মঈন উদ্দিন, মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	-	সদস্য
৩.	ডঃ নজমুল হুদা, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	-	সদস্য
৪.	ডঃ লুৎফর রহমান, অধ্যাপক, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগ, বিএইউ	-	সদস্য
৫.	মনির উদ্দিন খান, অতিরিক্ত পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	-	সদস্য

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী।

স্বাক্ষর-
(ডঃ এম এস ইউ চৌধুরী)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সহ সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

৪/১২/৯৫ইং তারিখ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২৮তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
১।	জনাব ডঃ মোঃ নজমুল হুদা	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
২।	জনাব লুৎফর রহমান	প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৩।	জনাব ডঃ এ বি এম আব্দুল্লাহ	পরিচালক, বিজেআরআই
৪।	জনাব জি এম মঈনুদ্দিন	মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
৫।	জনাব ডঃ এম.এ. হামিদ মিয়া	সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি
৬।	প্রফেসর ডঃ ইসমাইল হোসেন মিঞা	ইপসা

৭।	ডঃ মোঃ নাসির উদ্দিন	পরিচালক
৮।	ডঃ আলী আহমেদ	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই
৯।	মোঃ গোলাম রসুল	সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১০।	প্রফেসর এ.কে. পাটোয়ারী	প্রফেসর, বাংলদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
১১।	ডঃ এম.এ. সামাদ মিয়া	প্রিন্সিপাল প্লান্ট ফিজি্ওলিষ্ট, এসআরটিআই
১২।	মোঃ শরিফুর রহমান	প্রিন্সিপাল ইক্ষু রোগতত্ত্ববিদ, এসআরটিআই
১৩।	ডঃ আঃ আউয়াল	প্রধান ইক্ষু প্রজননবিদ (গ্রেড-১), এসআরটিআই
১৪।	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী	পরিচালক, এসআরটিআই,
১৫।	মোঃ নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া	অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন, ডিএই
১৬।	ডঃ মোঃ ইকবাল আখতার	প্রধান জেষ্ঠ্য কর্মকর্তা, বিএআরআই
১৭।	ডঃ মোঃ আরিফ উল আলম	প্রধান কীটতত্ত্ববিভাগ, এসআরটিআই